দারসুল জিহাদ (শিট নং ৪)

مراحل تشريع الجهاد

জিহাদ ফরজ হওয়ার ধারাবাহিক স্তরসমূহ

মক্কার জীবনে জিহাদ ফরজ হয়েছিল কি? না হলে জিহাদ ফরজ হওয়ার ধারাবাহিক স্তরগুলো কী?

প্রথমেই আল্লাহ তাআলা জিহদের হুকুম দেন নি; বরং চারটি ধাপে আল্লাহ তাআলা জিহাদের বিধান নাযিল করেছেন।

এ সম্পর্কে সহীহ মুসলিমের প্রসিদ্ধ আরবী ভাষ্যকর আল্লামা তকী উসমানী সাহেব তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিমের তৃতীয় খন্ডের ভূমিকায় مراحل تشريع الجهاد (জিহাদ ফরজ হওয়ার ধারাবাহিক স্তরসমূহ) নামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। [১]

তার সম্পূর্ণ বক্তব্যের সারমর্ম এখানে তুলে ধরা হল :- তিনি বলেন,

'জিহাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পূর্বে জিহাদ ফরজ হওয়ার ধারাবাহিক স্তরসমূহ জানা প্রয়োজন। কেননা জিহাদের নির্দেশ পর্যন্ত পৌঁছতে অনেক সময় পার হয়েছে। যারা এ সম্পর্কে অজ্ঞ; বিশেষ করে পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত, তারা জিহাদের নাম শুনলেই নানাবিধ প্রশ্ন করতে থাকে এবং প্রভু পশ্চিমা নেতাদের কাছে বিভিন্ন অজুহাত-ওযর পেশ করতে থাকে। নিজেদেরকে মডারেট মুসলিম প্রমাণ করার জন্য বলে থাকে, 'জিহদ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্যই ফরজ করা হয়েছে। ইসলামে আক্রমণাত্মাক জিহাদ বলতে কিছু নেই।'

অথচ কোরআন ও হাদীস অনযায়ী এ ধরনের কথা ভিত্তিহীন। ইসলামের ইতিহাসে এর কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু তাদের এই ভিত্তিহীন কথায় সাধরণ মুসলিমরা ধোকায় পড়ে যায়। তারাও বিশ্বাস করে যে, জিহাদ শুধুমাত্র তখনই বৈধ হবে; যখন কোন কুফরী শক্তি মুসলিমদেশের উপরে আক্রমণ করবে। অনেক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়কারী মুসল্লি, দীনদার, পরহেযগার, মুবাল্লিগ, বিভিন্ন তরিকতপন্থী পীরের মুরিদ, এমনকি অনেক আলেমদেরকেও এধরনের কথা বলতে শুনা যায়। তারা মূলত জিহাদ ফরজ হওয়ার ধারাবাহিক স্তরসমূহ এবং এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকার কারণেই এ ধরনের কথা বলে থাকেন। সেজন্য আমরা কোরআন ও সুন্নাহ থেকে বিস্তারিতভাবে পেশ করছি।

المرحلة الاولى

প্রথম স্তর "শুধুমাত্র ক্ষমা"

هي الصبر على اذى المشركين مع الاستمرار في دعوتهم الى دين الحق ونهي النبي ﷺ واصحابه عن القتال وهذه اول مرحلة للدعوة الاسلامية وقد تكررت هذه الاحكام في القران الكريم مدة اقامته ﷺ بمكة.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় তাওহীদের বাণী প্রচার করতে শুরু করলেন, তিনশত ষাটটি মূর্তিসহ সকল দেবদেবী ও তাগুতের আনুগত্য ত্যাগ করে; এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করতে লাগলেন, তখন মক্কার কাফেরগণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার অনুসারীদেরকে চরমভাবে জুলুম নির্যাতন করতে শুরু করে।

---

[১] তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম ৩/৫।

এ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের সবর করার জন্য এবং দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এবং তার সাহাবীদেরকে যুদ্ধ করা থেকে নিষেধ করেন। মক্কার গোটা জীবনটাই এ অবস্থায় কেটে যায়। কোরআনের একাধিক আয়াতে এ নির্দেশ রয়েছে।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ [١٥:٩٤]

অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন; যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না। [২]

এ আয়াত অনুযায়ী যখন প্রকাশ্যে দা'ওয়াতের কাজ শুরু করলেন, তখনই কুফ্ফারদের যুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও সবর ও ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [٧:١٩٩]

আপনি ক্ষমা প্রদর্শন করুন এবং ভাল কাজের আদেশ দিন। আর মূর্খদের থেকে বিরত থাকুন। [৩]

আর এ সময়টায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদেরকে বলেছিলেন,

اني امرت بالعفو، فلا تقاتلوا.

'আমি ক্ষমার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, সুতরাং তোমরা যদ্ধ করো না।' [৪]

ইমাম কুরতুবী রহ. উপরোক্ত আয়াতের তফসীরে বলেন, 'মক্কায় থাকাকালীন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য জিহাদের অনুমতি ছিল না।'

এ কারণেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ও তাঁর অনুসারীগণ চরম নির্যাতন সহ্য করা সত্ত্বেও কোন প্রকার প্রতিরোধ গড়ে তোলেননি। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হল :-

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن ابن مسعود قال, بينما رسول الله ﷺ يصلى عند البيت؛ وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل "أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان؟ فيأخذه؛ فيضعه فى كتفى مُحَمَّد إذا سجد"، فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي ﷺ وضعه بين كتفيه. قال, فاستضحكوا؛ وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا قائم أنظر؛ لو كانت لى منعة طرحته عن ظهر رسول الله ﷺ، والنبي ﷺ ساجد ما يرفع رأسه حتي انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهى جويرية؛ فطرحته عنه،

---

[২]। সূরা হিজর ৯৪।

[৩]। সূরা আ'রাফ ১৯৯।

[৪]। সুনানে নাসায়ী ৩০৮৬, সুনানে বায়হাকী ১৮১৯৭, মুস্তাদরাকে হাকেম ৩০৭।

ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي ﷺ صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم؛ وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال " اللهم عليك بقريش" ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته؛ ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال "اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط". وذكر السابع ولم أحفظه، فوالذى بعث مُحَمَّدا ﷺ بالحق؛ لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার খানায়ে কা'বার সামনে সালাত আদায় করছিলেন। আবু জাহেল এবং তার কয়েকজন সাথী তখন কা'বার সামনে বসেছিল। তার আগের দিন একটি উট জবাই করা হয়েছিল। আবু জাহেল তার সঙ্গীদের বলল, কে আছো! যে অমুক গোত্রের উটের নাড়ী-ভূড়িগুলো নিয়ে আসবে এবং অপেক্ষা করতে থাকবে, যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় যাবে; তখন তার ঘাড়ে ওগুলো চাপিয়ে দিবে ?

তখন তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে হতভাগা (উকবা ইবনে আবী মু'আইত) দ্রুত উঠে গেল এবং উটের নাড়ী-ভূড়ি এনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করতে পারছিলেন না। এ অবস্থা দেখে কাফেরগণ হাসাহাসি করতে লাগল। (ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন,) আমার যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে এটাকে প্রতিহত করতাম। অতঃপর এক ব্যক্তি ফাতেমা রাযি. কে খবর দিল। তিনি তখন ছোট মেয়ে ছিলেন। তিনি এসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘাড় থেকে ওগুলো সরিয়ে ফেললেন এবং কাফেরদেরকে তিরষ্কার করতে লাগলেন।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত শেষ করলেন, তখন ওদের বিরুদ্ধে বদদোআ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদদোআ করতেন; তখন তিনবার করতেন।

কাফেররা যখন আল্লাহর নবীর আওয়াজ শুনল; তখন তারা ভয় পেয়ে গেল। তারপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের নাম ধরে ধরে বদদোআ করলেন। হে আল্লাহ তুমি পাকড়াও কর আবুজাহল ইবনে হিশামকে, উতবা ইবনে শাইবা ও রবীআ ইবনে শাইবা, ওলীদ ইবনে উক্ববা, উমাইয়া ইবনে খলফ, উক্ববা ইবনে আবী মুআইত কে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম ব্যক্তির নামও উল্লেখ করেছিলেন সেটা আমি ভুলে গেছি। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের নাম উল্লেখ করেছিলেন, তারা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়ে পড়েছিল। অতঃপর তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে বদরের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।[৫]

অপর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে,

عن عبد الله قال, أول من أظهر إسلامه سبعة؛ رسول الله ﷺ و أبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، فأما رسول الله ﷺ؛ فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر؛ فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم؛ فأخذهم المشركون, فألبسوهم أدراع الحديد, وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان الا وقد واتاهم على ما أرادوا الا بلال, فإنه هانت عليه نفسه في الله؛ وهان على قومه، فأعطوه الوادان؛ وأخذوا يطوفون به شعاب مكة, وهو يقول أحد أحد.

---

[৫] মুসলিম ৪৭৫০ ।

আব্দুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, সর্ব প্রথম সাত ব্যক্তি ইসলাম প্রকাশ করেছিল। ১. স্বয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২. আবু বকর রাযি. ৩. আম্মার রাযি. ৪. তার মা সুমাইয়্যা রাযি. ৫. সুহাইব রাযি. ৬. বেলাল রাযি. ৭. মিকদাদ রাযি.। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ তাআলা তাঁর চাচা আবু তালেবের মাধ্যমে রক্ষা করেছেন। আবু বকর রাযি, কে আল্লাহ তাআলা তার সম্প্রদায়ের মাধ্যমে রক্ষা করেছিলেন। আর বাকি সকলকেই মুশরিকরা গ্রেপ্তার করেছিল এবং তাদেরকে লোহার পোষাক পরিয়ে প্রচন্ড রোদের তাপে ফেলে রাখত। তাদের সকলের সাথে একই আচরণ করা হত। বিলালের বিষয়টি ছিল আরো ভিন্ন (কঠোর)। তিনি আল্লাহর জন্য তার জীবনকে ও তার সম্প্রদায়কে অপদস্থ করেছিলেন। তাঁকে বেঁধে দুষ্ট ছেলেদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তারা বেলাল কে নিয়ে মক্কার অলিগলিতে ঘোরাফেরা করত। আর এ অবস্থায় বিলাল রাযি. বলতেন, 'আহাদ' 'আহাদ'; 'আল্লাহ এক' 'আল্লাহ এক'। [৬]

আরেকটি হাদীস,

عن عثمان قال, بينما أمشي مع رسول الله ﷺ بالبطحاء؛ إذ بعمار وأبيه وأمه يعذبون في الشمس ليرتدوا عن الاسلام، فقال أبو عمار, يا رسول هكذا؟ فقال صبرا يا آل ياسر؛ اللهم اغفر لآل ياسر، وقد فعلت.

উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি. হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মক্কার মরুভূমিতে হাটছিলাম। হঠাৎ, দেখলাম আম্মার রাযি. কে আমারের পিতা ইয়াসির রাযি. ও তার মাতা সুমাইয়া রাযি. কে সূর্যের তাপে ফেলে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে; যাতে করে তারা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। আম্মারের পিতা ইয়াসির রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যুগ যুগ ধরেই কি এভাবে চলতে থাকবে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াসির পরিবারের জন্য দোআ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি ইয়াসিরের পরিবারকে ক্ষমা করে দাও এবং (আমার নিশ্চিত বিশ্বাস) তুমি তা করেছ। [৭]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عن خباب بن الأرت قال, شكونا إلى رسول الله ﷺ؛ وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا؛ ألا تدعو الله لنا؟ قال "كان الرجل فيمن قبلكم, يحفر له في الأرض؛ فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار؛ فيوضع على رأسه؛ فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه. ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت؛ لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون".

খাব্বাব ইবনে আরাত্ত রাযি. বলেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার ছায়াতলে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায়; আমরা তার কাছে অভিযোগ করলাম। আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আমাদের জন্য দোআ করবেন না? তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের পূর্বে এমন ঈমানদারও ছিলেন, যাকে ধরে এনে মাটির গর্ত খোড়া হত এবং তাকে সেখানে ফেলা হত। এরপর করাত নিয়ে আসা হত, সেটা তার মাথার উপর রাখা হত। এরপর তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলা হত। লোহার চিরুনী দিয়ে তার শরীরের মাংসগুলো হাড্ডি থেকে আলাদা করে ফেলা হত। এত অত্যাচারও তাকে তার দীন

---

[৬] মুসনাদে আহমাদ ৩৮৩২, সুনানে বাইহাকী ১৭৩৫১, মুস্তাদরাকে হাকেম ৫২৩৮ ।

[৭] কুনা -হাকেম, বাইহাকী; শুআবুল ঈমান ১৬৩১, কানযুল উম্মাল ৩৭৩৬৯ ।

থেকে বিন্দু পরিমাণ সরাতে পারত না। আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহ এই দীনকে পরিপূর্ণ করবেন (ইসলামকে বিজয় দান করবেন)। একজন আরোহী সান'আ থেকে হাযারা'মাউত পর্যন্ত নিরাপদে সফর করবে এবং আল্লার ভয় ও বকরির উপর বাঘের আক্রমণের ভয় ছাড়া তার অন্য কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা খুব তাড়াহুড়া করছ। [৮]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عن مجاهد قال, أول شهيد استشهيد في الإسلام سمية أم عمار؛ طعنها أبو جهل بحربة في قبلها.

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, ইসলামের সর্বপ্রথম শহীদ; যাকে শুধু ইসলামের কারণেই শহীদ করা হয়, তিনি হচ্ছেন আম্মারের মা সুমাইয়া রাযি.। আবু জাহেল তার লজ্জাস্থানে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে। [৯]

এ ছিল মক্কার জীবনে ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর কাফেরদের যুলুম-নির্যাতনে সামান্য একটি চিত্র। এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হত্যা করার চক্রান্ত করা হল। তারপরেও জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয় নি।

যারা জিহাদের বিরোধিতা করে, তারা শুধু এই আয়াত ও হাদীসগুলোকেই সবসময় আওড়াতে থাকে। পরবর্তীতে যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে; সেগুলো থেকে তারা অন্ধ, বধির ও বোবা হয়ে থাকে। অনেকে আবার বলে, 'আমরা মক্কী জীবনে আছি। তাই শুধু দাওয়াতের কথা বলি। জিহাদের কথা বলি না।' কিন্তু উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে দেখা গেল যে, মক্কী জীবনটা মাদানী জীবনের চেয়ে কত কঠিন ছিল। কেননা মাদানী জীবনে নিজস্ব শক্তি ছিল। একদল জানবাজ মুজাহিদ ছিল। হাতে অস্ত্র ছিল। আনসাদের মত নিস্বার্থ একদল সাহায্যকারী ছিল।

কিন্তু মক্কায় এর কোনটাই ছিল না। সতরাং যারা সবসময় মক্কী জিন্দেগী, মক্কী জিন্দেগী বলে মুখে ফেনা তোলে তাদের ভেবে দেখা উচিৎ, তাদের দা'ওয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দা'ওয়াত এক কিনা? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম যখন 'লা-ইলাহা ইল্লাহ'-র দা'ওয়াত দিতেন, তখন তাদের উপর যুলুম নির্যাতন নেমে আসত। আর বর্তমানে যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাহ'-র দা'ওয়াত দেন এবং নিজেদেরকে মক্কী জীবনের অবস্থায় ভাবেন, তাদেরকে বর্তমান আবু জাহেল, আব লাহাবেরা কিছুই বলে না। বুঝাই যাচ্ছে যে, তাদের দা'ওয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র দা'ওয়াত এক নয়।

المرحلة الثانية

দ্বিতীয় স্তর "শুধুমাত্র যুদ্ধের অনমতি"

اباحة القتل دون ان يفرض ذالك على المسلمين.

দ্বিতীয় স্তরে এসে; আল্লহ তাআলা মুসলিমদেরকে শুধুমাত্র জিহাদ করার অনুমতি দিয়েছেন। ফরজ করেননি।

এই স্তরে এসে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের এই আয়তটি নাযিল করেন,

---

[৮] বুখারী ৩৬১২, ৬৯৪৩, ৩৪১৬, আব দাউদ ২৬৪৯, নাসায়ী কুবরা ৫৮৯৩ ।

[৯] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৩৫৭৭০, বাইহাকী-দালায়েলুন নুবুওয়াহ ৫৮৭ ।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ [٢٢:٣٩] الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ [٢٢:٤٠]

যুদ্ধের অনমতি দেয়া হল তাদেরকে; যাদের উপর কাফেররা আক্রমণ করছে। কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে; শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নির্জন গির্জা, এবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর। [১০]

আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা সম্পর্কে এটিই প্রথম আয়াত। এ আয়াতে কেবলমাত্র অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পরে সূরা বাকারায় যুদ্ধের আদেশ প্রদান সম্পর্কিত আয়াটি নাযিল হয়। (সামনে তার আলোচনা হবে)

অনুমতি আর নির্দেশদানের মধ্যে মাত্র কয়েক মাস ব্যবধান ছিল। আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী অনুমতি নাযিল হয় হিজরী প্রথম বছরের যিলহজ্জ মাসে। আর নিদের্শ জারি হয় বদর যুদ্ধের কিছু পূর্বে দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শাবান মাসে। [১১]

المرحلة الثالثه

তৃতীয় স্তর “আত্মরক্ষামূলক জিহাদের আদেশ”

فرض القتال على المسلمين لمن ابتدأهم بالقتال فقط؛ دون ان يبتذؤا به ضد اعدائهم.

অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তবে আল্লাহ তোমাদের কে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ দেননি।

এ পর্যায়ে এসে আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতির উপর জিহাদকে ফরয করে দিয়েছেন। তবে আক্রমণাত্বক নয়; বরং আত্মরক্ষামূলক। যদি কোন শত্রুপক্ষ মুসলিম ভূখন্ডের উপর হামলা করে অথবা কোন মুসলিমকে আক্রমণ করে বা গ্রেপ্তার করে বা মুসলিম জাতির জান-মালের ক্ষতি করে; কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রেই সেই শত্রুকে প্রতিহত করা এবং তার মোকাবেলা করা ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজ করা হয়।

এই স্তরে এসে যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে, সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল :-

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [٢:١٩٠]

---

[১০]। সূরা হজ্জ ৪০ ।

[১১]। তাফসীরে ইবনে কাছীর; তাফসীরে সূরা হজ্জ ৩৯, আয়াত নং ৩৯ ।

আর লড়াই কর, আল্লাহর রাস্তায় তাদের সাথে; যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের কে পছন্দ করেন না। [১২]

এই প্রথমবার মুসলিমদের নির্দেশ দেওয়া হল। যারাই এই সংস্কারমূলক ইসলামের দাওয়াতের পথে সশস্ত্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছে, অস্ত্র দিয়েই তাদের অস্ত্রের জবাব দাও। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'বাড়াবাড়ি করো না'; এর মানে হচ্ছে বস্তুগত স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যুদ্ধ করবে না। আল্লাহ প্রদত্ত সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না, তাদের উপর তোমরা হস্তক্ষেপ করবে না। যুদ্ধের ব্যাপারে জাহেলী যুগের পদ্ধতি অবলম্বন করবে না। নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও আহতদের গায়ে হাত তোলা, শত্রু পক্ষের নিহতদের লাশের চেহারা বিকৃত করা, শষ্যক্ষেত ও গবাদি পশু অযথা ধ্বংস করা এবং অন্যান্য যাবতীয় যুলুম ও বর্বরতামূলক কর্ম-কান্ড 'বাড়াবাড়ি'-র অন্তর্ভূক্ত। হাদীসে এসবগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, একমাত্র অপরিহার্য ক্ষেত্রেই শক্তির ব্যবহার করতে হবে এবং ঠিক ততটুকু পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে; যতটুকু সেখানে প্রয়োজন।

এ বিষয়টিকেই আরো স্পষ্ট করা হয়েছে নিম্নের আয়াতে,

فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا [٤:٩٠]سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا [٤:٩١]

অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তবে আল্লাহ তোমাদের কে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ দেননি। এখন তুমি আরও এক সম্প্রদায়কে পাবে। তারা তোমাদের কাছেও এবং স্বজাতির কাছেও নির্বিঘ্ন হয়ে থাকতে চায়। যখন তাদেরকে ফাসাদের প্রতি মনোনিবেশ করানো হয়; তখন তারা তাতে নিপতিত হয়। অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়, তোমাদের সাথে সন্ধি না রাখে এবং স্বীয় হস্তসমূহকে বিরত না রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে প্রকাশ্য ক্ষমতা দিয়েছি। [১৩]

অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [٩:٣٦]

আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ কর; যেমনিভাবে তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিনদের সাথে আছেন। [১৪]

---

[১২]। সূরা বাকারা ১৯০ ।

[১৩]। সূরা নিসা ৯০-৯১ ।

[১৪]। সূরা তাওবা ৩৬ ।

المرحلة الرابعة

চতুর্থ স্তর “দীন কায়েমের জন্য যুদ্ধ করা ফরজ”

قتال جميع الكفار على اختلاف اديانهم واجناسهم ابتداء؛ وان لم يبتدؤه بقتال المسلمين حتى يسلموا او يدفع الجزية.

এই স্তরে এসে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক জিহাদ করা ফরজ করা হয়। যেখানেই কাফের বিজয়ী থাকবে, তাদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করতে হবে। চাই তারা প্রথমে যুদ্ধ করুক; আর না করুক। যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করবে অথবা জিজিয়া (কর) দিয়ে মুসলিম শাসনের আনগত্য মেনে না নিবে; ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে।

এই জিহাদের উদ্দেশ্য হবে,

كسر الشوكة الكفار، واعزاز الدين، واعلاء لكلمة الله.

কাফেরদের শক্তি, অহংকার ও গৌরবকে চূর্ণ করে দেওয়া। আল্লাহর দীনের মর্যাদা রক্ষা করা এবং আল্লাহর সর্বভৌমত্ত ও তাওহীদের বাণী সমুন্নত করা। এখন থেকে শুধু আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ নয়; বরং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্যই যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وبدأت هذه المرحلة بعد انقضاء اربعة اشهر من حج العام التاسع الذي ترأسه ابو بكر الصديق ﷺ، وقد وقع اعلان هذه المرحلة في ذالك الحج بلسان سيدنا علي بن طالب ﷺ وقد ذكه الله سبحانه مفصلا في سورة التوبة.

এই স্তরের সূচনা হয় নবম হিজরীর হজ্জের পর চার মাস অতিক্রম করার পর। এই হজ্জে আবু বকর সিদ্দীক রাযি. কে আমীরুল হজ্জ করা হয়েছিল এবং আলী রাযি. কে পাঠানো হয়; এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য। যেমনটি; সূরা তাওবার শুরুতে ইরশাদ হচ্ছে,

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ [٩:١] فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ [٩:٢] وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [٩:٣] إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [٩:٤] فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٩:٥]

সম্পর্কচ্ছেদ করা হল; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ কর এদেশে চার মাসকাল। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদিগকে লাঞ্ছিত করে থাকেন। আর মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তওবা কর, তবে তা তোমাদের জন্যেও কল্যাণকর। আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো; আল্লাহকে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ

দাও। তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি বদ্ধ, অতপর যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তি কে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন। অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে, মুশরিকদের হত্যা কর; যেখানে তাদের পাও। তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [১৫]

এই একই সূরায় আরো ইরশাদ করা হয়,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [٩:٢٩]

তোমরা যুদ্ধ কর, আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে; যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না। আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন; তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম; যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। [১৬]

এছাড়া সূরায়ে আনফালে ইরশাদ হচ্ছে,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [٨:٣٩]

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। [১৭]

এই আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হল যে, জিহাদ শুধু আত্মরক্ষামূলক নয়; বরং যেখনেই কুফর ও শিরক বিজয়ী থাকবে, আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের সার্বভৌমত্ব ও মানুষের তৈরি করা আইন-বিধান চলবে এবং বহু-ইলাহের আনুগত্য করবে, সেখানেই হামলা করতে হবে। এটাই সর্বশেষ বিধান এবং এটাই চূড়ান্ত। এর মাধ্যমেই দীনে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হল এই পরিপূর্ণ দীনকে মেনে নেওয়া। প্রথম স্তরের ক্ষমার আয়াতগুলো অথবা দ্বিতীয় স্তরের অনমতির আয়াতগুলো আর তৃতীয় স্তরের আত্মক্ষামূলক আয়াতগুলোর মাধ্যমে মুসলিম জনতাকে ধোঁকা না দিয়ে; সর্বশেষ স্তরের আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য, কাফের মুশরিকদের শক্তি ও বিজয়কে চুরমার করে দেওয়ার জন্য জিহাদের প্রতি মুসলিম জনাতকে উদ্বুদ্ধ করাই একজন মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

একটি উদাহরণ

জিহাদ ফরজ হওয়ার এই ধারাবাহিক স্তরসমূহকে মদ হারাম হওয়ার ধারাবাহিকাতর সাথে তুলনা করতে পারি। আমরা সকলেই জানি যে, ইসলামে মদ পান করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। কিন্তু এই হারাম কি প্রথম দিনই ঘোষণা করা হয়েছিল? না, বরং মদ হারাম হয়েছে তিনটি স্তর অতিক্রম করে; চতুর্থ স্তরে এসে। যা বিভিন্ন হাদীস ও তাফসীরের বহু কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

---

[১৫] সূরা তাওবা ১-৫ ।

[১৬] সূরা তাওবা ২৯ ।

[১৭] সূরা আনফাল ৩৯ ।

প্রথম স্তর **‘মদ তৈরি করা বৈধ’।**

روي انه نزل بمكة ....

বর্ণিত হয়েছে যে, যখন মক্কায় নিম্মের আয়াতটি নাযিল হয়,

‘আর তোমরা খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর থেকে মাদক ও উত্তম রিযক গ্রহণ কর। [১৮]

তখন মুসলিমরা মদ পান করতে লাগল। অতঃপর ওমর ও মুআ'য রাযি. সহ সাহাবায়ে কেরামদের একটি প্রতিনিধি দল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে মদের ব্যাপারে ফয়সালা দিন। কেননা তা মানুষের জ্ঞান ও মাল বিনষ্টকরে। এরপর সূরা বাকারার নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়।

দ্বিতীয় স্তর **‘মদপানে নিরুৎসাহিত করা’।**

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ [٢:٢١٩]

তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। [১৯]

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছু মুসলিম মদ পান করা ছেড়ে দিলেন। আর কিছু লোক মদপান অব্যাহত রাখল।

এই আয়াতে মদকে হারাম করা হয়নি। তবে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি বলে; মদ পানে নিরুতসাহিত করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামগণ এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে মদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতে লাগলেন। এর মধ্যে ঘটে গেল আরেকটি ঘটনা :-

আব্দুর রহমান আবনে আউফ রাযি. কতিপয় সাহাবীদেরকে খাবারের দাওয়াত দিলেন। তারা খাবারের শেষে মদ পানকরে নেশাগ্রস্ত হলেন। তাদের মধ্যে একজন ইমামতি করতে গিয়ে সূরা কাফিরূন পাঠ করলেন; কিন্তু তিনি সূরা কাফিরূনের যেসব জায়গায় ৲ লা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে; সেসব জায়গাতে ৲ ‘লা’ শব্দটি বাদ দিয়ে পড়লেন। যাতে সূরা কাফিরূনের অর্থ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। এরপর আল্লাহ তাআলা এই বিষয়ে সূরা নিসার নিম্নের আয়াতটি নাযিল করলেন।

তৃতীয় স্তর **‘নেশা অবস্থায় সালাতের কাছে যাওয়া নিষেধ’।**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [٤:٤٣]

হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল। [২০]

---

[১৮] সূরা নাহল ৬৭ । ইমাম তাবারী বলেন, আয়াতটি মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছে।

[১৯] সূরা বাকারা ২১৯ ।

[২০] সূরা নিসা ৪৩ ।

এই আয়াতের মাধ্যমে মদ পান করে সালাতের ধারে কাছেও আসতে নিষেধ করা হয়েছে। এতে মদপানকারীদের সংখ্যা আরো কমে গেল। কারণ তারা চিন্তা করলেন, যেই জিনিস পান করে সালাতের ধারে কাছে যাওয়া যাবে না; সেটি অবশ্যই খারাপ জিনিস। কিন্তু যেহেতু এখনো মদ হারাম হয় নি, তাই কিছু লোক মদ্যপান অব্যাহত রাখল।

এরপরে ইতবান ইবনে মালেক আনসারী সাহাবী সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসসহ কিছু সাহাবীদেরকে দাওয়াত দিলেন। খাওয়া দাওয়া শেষে যথারীতি মদ পানের আসর বসল এবং সেখানে গোত্রীয় গৌরব মাখা কবিতার আসর শুরু হল। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. নেশাবস্থায় এমন একটি কবিতা আবৃতি করলেন; যাতে আনসারদের চরমভাবে 'হিজু' দুর্নাম করা হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ইতবান ইবনে মালেক একটি উটের মাড়ির হাড্ডি তুলে সা'দের উপর নিক্ষেপ করলেন। এতে তিনি মাথায় আঘাত পান। অতঃপর বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থাপন করা হলে; উমর রাযি. আল্লাহর কাছে দোআ করলেন اللهم لنا في الخمر بيانا شافيا *'হে আল্লাহ আপনি আমাদের জন্য মদের ব্যাপারে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত স্পষ্ট বিধান বর্ণনা করুন'*। এরপরই আল্লাহ তাআলা মদের ব্যাপারে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বিধান হিসেবে সূরা মায়িদার নিম্নের আয়াতটি নাযিল করেন।

চতুর্থ স্তর **'মদ পানকরা সম্পূর্ণরূপে হারাম'।**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٥:٩٠] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ [٥:٩١]

হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ; এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক; যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখন ও কি নিবৃত্ত হবে না? [২১]

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে উমর রাযি. বললেন,

انتهينا يا رب.

হ্যাঁ, *আমরা বিরত হলাম; হে আমাদের রব।* [২২]

এখানে স্পষ্ট হল যে, মদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে উপরোক্ত ধারাগুলো অতিক্রম করে; আস্তে আস্তে বর্তমান অবস্থানে এসে দাড়িয়েছে।

কিন্তু পবিত্র কোরআনে মদ সম্পর্কে সব আয়াতই আছে। তাই বলে কি কেউ প্রথম স্তরের, দ্বিতীয় স্তরের বা তৃতীয় স্তরের আয়াতগুলোর কারণে বর্তমানে মদকে হালাল বলবে? না, অবশ্যই বলবে না। বরং তারা সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নির্দেশ অর্থাৎ মদ হারাম হওয়াকেই মেনে নিবে। ঠিক তেমনিভাবে, প্রথম দিকে জিহাদের অনুমতি ছিল না। তারপর শুধু অনমতি দেওয়া হয়, ফরজ করা হয়নি। তারপর ফরজ করা হয়েছে; তবে শুধু আত্মরক্ষামূলক। তারপর চূড়ান্ত ও সর্বশেষ হুকুম নাযিল হয়, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[২১]। সূরা মায়িদা ৯০-৯১ ।

[২২]। তাফসীরে বায়যাভী ১২৯ নং আয়াতের তাফসীর।

এখন এক্ষেত্রে কি আমরা সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত বিধানটি মেনে নিব; না আগেরগুলো নিয়ে থাকব? যারা সত্যিকার অর্থে মুমিন, কোরআন ও সুন্নাহর পূর্ণ আনুগত্যশীল; তারা সর্বশেষ বিধানটিই মানবে। আর যাদের মনের মধ্যে মুনাফিকী আছে, তারাই কেবলমাত্র জিহাদ থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন অজুহাত তালাশ করবে এবং টালবাহানা করবে।